রেল বার্তা

সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতার উপর ফের জোর হরিন্দ্র রাওয়ের

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও শুক্রবার আসানসোল ডিভিশনের খানা-আসানসোল শাখা পরিদর্শন করেন। রাওয়ের সঙ্গে এই পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল অফিসাররা, আসানসোলের ডিআরএম পি কে মিশ্র এবং অন্যান্য ডিভিশনাল অফিসাররা।

খানা-আসানসোল শাখা পরিদর্শনের সময় রাও স্টেশন ইয়ার্ড, পয়েন্ট, রেল ট্র্যাকের অবস্থা, লেভেল ক্রসিংয়ের গেট, অপারেটিং প্যানেল, ব্যাটারি রুম, সিগন্যাল ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন স্টেশনের সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। এইসব স্টেশনগুলির মধ্যে রয়েছে পানাগড়, রাজবাঁধ, দুর্গাপুর, অন্ডাল, রানিগঞ্জ এবং আসানসোল। আসানসোল ডিভিশনেও কুয়াশা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

কিন্তু কুয়াশা সত্ত্বেও ট্রেনগুলি যাতে নিরাপদে চলাচল করতে পারে সেজন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আশ্বাস দেন তিনি। এইসব স্টেশনে রাও গ্যাংম্যান, ট্র্যাক মেন, টেকনিসিয়ানস এবং অন্যান্য ফিল্ড স্টাফদের সঙ্গে রেল ট্র্যাকের সুরক্ষা নিয়ে কথা বলেন। নিরাপত্তা নিয়ে যে পূর্ব রেল কোনওরকম সমঝোতা করবে না, তাও পরিষ্কার জানিয়ে দেন জেনারেল ম্যানেজার। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া এবং দৃশ্যমানতা কমে গেলে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেও দাবি করেন তিনি। এছাড়া তিনি খানা-আসানসোল সেকশন, অন্ডাল ইয়ার্ড এবং অন্ডালের বক্স-এন ডিপো পরিদর্শন করেন। এছাড়া অন্ডাল ও আসানসোলের রানিং রুম এবং ক্রু লবিও দুরে দেখেন তিনি।

রাও যান অন্ডালের রেল হাসপাতালে। রেলের কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যাতে আরও বেশি সুযোগসুবিধা পান তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। পানাগড়ে তিনি শিশুদের জন্য একটি পার্কের উদ্বোধন করেন। দুর্গাপুর ও রানিগঞ্জে আর্ট গ্যালারি, দুর্গাপুরে ক্রুদের জন্য রেস্ট হাউস, দুর্গাপুর ও আসানসোলের সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। এছাড়া দুর্গাপুর, আসানসোল ও পানাগড়ের মতো বিভিন্ন স্টেশনে রাও যাত্রীদের সুযোগসুবিধা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন। তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এছাড়া সাংবাদিকদের সঙ্গেও তিনি বৈঠক করেন এইসব স্টেশনে যাত্রী পরিষেবার মান আরও বাড়ানো নিয়ে তাঁদের মতামত নেন।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও এই রেলের প্রিন্সিপাল অফিসার এবং আসানসোলের ডিআরএম পি কে মিশ্র সহ পানাগড়ের রেলওয়ে ইয়ার্ড, পয়েন্টস ও ক্রসিং ঘুরে দেখছেন।

নদীর জলবণ্টন নিয়ে মন্তব্যের জন্য পারিক্করকে আক্রমণ সেনার

পানাজি, ৫ জানুয়ারি : গোয়ার মহাদয়ী নদীর জল কর্নাটক সহ প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিক্কর সম্প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন। এই পরামর্শের জন্য পারিক্করকে তীব্র আক্রমণ করল শিবসেনা। গোয়ায় শিবসেনার মুখপাত্র রাখি প্রভুদেশাই-নায়েক বলেছেন, কর্নাটককে জল দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর চুক্তিতে অত্যন্ত মর্মাহত তারা। এর ফলে উপকূলের রাজ্য গোয়া অত্যন্তক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ পারিক্করের নেতৃত্বের উপর গত নির্বাচনে আস্থা রেখেছিলেন রাজ্যের মানুষ। প্রসঙ্গত, সেনা-বিজেপির জোটসঙ্গী হলেও মহারাষ্ট্রে তারা বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে। গোয়াতেও এদিন পারিক্করের সিদ্ধান্তকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করলেন সেনার মুখপাত্র। প্রভুদেশাই- নায়েক বলেছেন, ভারতকে কংগ্রেসমুক্ত করার কথা বলেছে বিজেপি। আর পারিক্কর এখন গোয়াকে 'মহাদয়ী-মুক্ত' করতে চাইছেন।

ধর্মীয় কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি টাঙাতে অস্বীকার উত্তরাখণ্ডের একাধিক মাদ্রাসার

দেরাদুন, ৫ জানুয়ারি : সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও উত্তরাখণ্ডের একাধিক মাদ্রাসা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি টাঙাতে অস্বীকার করেছে। জানা গেছে, ওইসব মাদ্রাসার রেগুলেটরি বডি নাকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'নিছক ধর্মীয় কারণেই' এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড।

প্রসঙ্গত, এর আগে জাতীয় সংগীত গাওয়া নিয়ে বারবার বিতর্ক হয়েছে। অনেক সময়েই বিভিন্ন মাদ্রাসা জাতীয় সংগীত গাইতে অস্বীকার করেছে। এবার ধর্মীয় কারণে প্রধানমন্ত্রীর ছবিও রাখতে অস্বীকার করল তারা। ৭০ বছর দেশ স্বাধীন হলেও কখনও এ ধরনের ঘটনার কথা শোনা যায়নি।

উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড (ইউএমইবি) শুক্রবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হয় ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। তাই সরকারের নির্দেশ মেনে মাদ্রাসার মধ্যে রাখা হবে না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি। ইউএমইবি'র এক মুখপাত্র দাবি করেছেন, 'ইসলাম মাদ্রাসার মধ্যে কোনও ছবি রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছে। সেই কারণে মাদ্রাসার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানোর কোনও প্রশ্নই নেই।' আর এক জন মাদ্রাসার শিক্ষক দাবি করেছেন, তাদের আশঙ্কা সরকারের এই নির্দেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক রং দিতে পারে। ২০১৭'র স্বাধীনতা দিবসের পরই এই নির্দেশ ইস্যু হয়েছিল। ওই নির্দেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ভিশন' অনুসারে ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ভারত গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এবং সেই লক্ষ্যেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু নরেন্দ্র মোদীর ছবি টাঙানোর নির্দেশই দেয়নি, সেইসঙ্গে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের অগ্রগতির রিপোর্টও পেশ করার নির্দেশ দেয়। উত্তরাখণ্ডের সংখ্যালঘুদের জন্য তৈরি ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরেট বিষয়টি নিশ্চিত করার কথাও বলে। মাদ্রাসাতে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো নিয়ে কেন্দ্র এতটাই তৎপর ছিল যে, প্রতিটি মাদ্রাসায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ছবি টাঙানোর বিষয়টি জেলার সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের অফিসাররা প্রতিটি মাদ্রাসাকে জানান, তারা নরেন্দ্র মোদীর ছবি টাঙানো নিয়ে এতটাই চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যে, এর পিছনে অন্য রহস্যেরও গন্ধ পান কেউ কেউ।

উত্তরাখণ্ডের মাদ্রাসাগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি টাঙাতে আগ্রহী নয় বলে জানানো হলে দেরাদুনের সংখ্যালঘু সেলের ওয়েলফেয়ার অফিসার বলেছেন, কেন্দ্রের নির্দেশটি সমস্ত সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন ধর্মীয় কারণে কোনও মাদ্রাসার ছবি না টাঙাতে পারেন। সেক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হবে না বিষয়টি। কাজেই এতে রাজনীতির রং লাগানোর প্রয়োজন নেই। যদি সুবিধা না হয় এবং কেউ ছবি লাগাতে অপারগ হন, তাকে কিছু বলার নেই। সরকারি মুখপাত্র একথা বললেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছবি লাগানো না হলে তাদেরও হয়তো ভবিষ্যতে চাপের মুখে পড়তে হবে।

'মেড ইন চায়না' গ্লোবে কাশ্মীর ও অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : চিনে তৈরি গ্লোবে ভুল রয়েছে বলে গত কয়েকদিন ধরে কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়রা বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ট্যাগ করে জানিয়েছেন। ট্যাগের ব্যবহারকারীরা এরকমই গ্লোবের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছেন, চিনে তৈরি গ্লোবগুলিতে কাশ্মীরকে দেখানো হচ্ছে স্বাধীন দেশ হিসেবে ও অরুণাচল প্রদেশ চিনের অংশ। প্রসঙ্গত, এর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহারকারী বিভিন্ন মানচিত্রেও এই ভুল নজরে এসেছে। বহু ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীরা না জেনে এই ধরনের মানচিত্রের ব্যবহার করে বিব্রত হয়েছেন। যদিও চিন কোনওদিনই ভুল স্বীকার করেনি, বরং বুধবারও চিনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রীতিমতো জোরের সঙ্গে অরুণাচল নামে ভারতের কোনও রাজ্যই নেই বলে দাবি করেছেন।

এবার কানাডায় বসবাসকারী বেশকিছু ভারতীয় চিনে তৈরি এই ধরনের গ্লোব ও মানচিত্রের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যাগ করেছেন। তাদের দাবি, এই গ্লোবগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং কানাডার বহুমূল্য বিপণীতে বিক্রি করা হচ্ছে। কসকো নামে কানাডায় বহু কোটি ডলার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানেই বিক্রি হচ্ছে এ ধরনের গ্লোব। এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের আটটি দেশে ব্যবসা করে থাকে। ওইসব দেশে তাদের আউটলেট রয়েছে। ফলে চিনা গ্লোব যাতে হাতে পড়বে তারা ভারত সম্পর্কে ভুল তথ্য জানবেন বলেও অভিযোগ করেছেন টুইটার ব্যবহারকারীরা। প্রসঙ্গত, নিজেদের অজান্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া চিনে তৈরি ম্যাপ ব্যবহার করে বহু মানুষই বিপাকে পড়েছেন। কারণ ওইসব ম্যাচে সবসময়ই অরুণাচল প্রদেশকে চিনের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক বারবার এর প্রতিবাদ করলেও চিন কখনও সংশোধন করার প্রয়োজন মনে করে নি। বরং চলতি সপ্তাহে বুধবার চিনা বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেছেন, অরুণাচল প্রদেশ বলে কোথাও নাকি তারা অভিযান করেনি, কারণ এই নামে ভারতের কোনও রাজ্যই নেই। এমনকি ডোকালামকেও ভুটানের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদের কাজকে আইনি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

নিজেকে নিরাপরাধ বলে তদন্তের দাবি ভীমা-কোরেগাঁও হিংসার মূল অভিযুক্ত শম্ভাজির

মুম্বই, ৫ জানুয়ারি : ভীমা-কোরেগাঁও হিংসার মূল অভিযুক্ত শম্ভাজি বিদে নিজেকে নিরাপরাধ দাবি করে সমগ্র ঘটনার তদন্ত চাইলেন। পুণেতে দলিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গত ক'দিন ধরে যে হিংসা দেখা গিয়েছে, তাতে শম্ভাজির হাত আছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয়। কিন্তু ৮৫ বছরের বৃদ্ধ বিদে একটি বিবৃতি দিয়ে শুক্রবার বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দক্ষিণপন্থী শম্ভাজি বিদে আগাগোড়াই সক্রিয় হিন্দু সংগঠনের কর্মী হিসেবে। একসময় তিনি আরএসএসের সদস্য ছিলেন। বিদে প্রতিষ্ঠা করেন শিব প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্তান। এই প্রতিষ্ঠানটি সাংলি, সাতারা ও কোলহাপুর জেলায় অর্থাৎ পশ্চিম মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত সক্রিয়। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের একনিষ্ঠ অনুরাগী শম্ভাজির পশ্চিম মহারাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক অনুরাগী ও ভক্ত রয়েছেন। কেমিস্ট্রিতে তিনি স্বর্ণপদক পান। পুণে স্যার পুরুষোত্তম কলেজে একসময় কেমিস্ট্রি অধ্যাপকও ছিলেন। মহারাষ্ট্র জুড়ে দলিত বিক্ষোভ শুরু হলে শম্ভাজির নাম তাতে জড়িয়ে পড়ে। ভীমা-কোরেগাঁও লড়াইয়ে ২০০তম বার্ষিকী পূরণ উৎসবের সময়ই এই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। গত ২ জানুয়ারি ভীমা-কোরেগাঁও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ার পর পুণের পিম্পরি থানা শম্ভাজি এবং তাঁর বেশকিছু অনুরাগীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে এক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধি মোতাবেক হত্যার চেষ্টার ধারাটিও প্রয়োগ করা হয় তাদের বিরুদ্ধে।

ভারিপা বহুজন মহাসংঘ (বিবিএম) নেতা ও বিআর আম্বেদকরের নাতি প্রকাশ আম্বেদকর অভিযোগ করেন, ভীমা-কোরেগাঁও হিংসার জন্য হিন্দু একতা আজাদি এবং শিব প্রতিষ্ঠানই দায়ী। প্রসঙ্গত, ভীমা-কোরেগাঁও লড়াইয়ের ২০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই হিংসা ছড়ায়। এই লড়াইয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ছিলেন দলিতরা। তারা পরাজিত করেন এক অত্যাচারী পেশোয়াকে। তাই এই ঐতিহাসিক লড়াইকে দলিতরা উচ্চবর্ণের পেশোয়াদের জাতপাতের নীতির পরাজয় বলেই মনে করেন। মহারাষ্ট্রে সংঘর্ষ এখন অনেকটাই আয়ত্তে এসেছে। সংঘর্ষ স্তিমিত হওয়ার পরই বিবৃতি দিয়ে ৮৫ বছরের শম্ভাজি দাবি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন। তিনি সরকারের কাছে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন। বরং সরকার তদন্ত করে আসল দোষীদের কড়া শাস্তি দিক বলেও মন্তব্য করেছেন শম্ভাজি। তাঁর দাবি, প্রকাশ আম্বেদকর শুধু শুধুই তাঁকে এই সংঘর্ষের জন্য দায়ী করছেন। এই ঘটনারও তদন্ত হওয়া উচিত।

পুলিশের মানবিক মুখ। তিরুবনন্তপুরম বিধানসভার সামনে ব্যস্ত রাস্তা পার হতে শুক্রবার এক বৃদ্ধাকে সাহায্য করছে পুলিশ।

যোধপুর আদালতের মধ্যে সলমনকে হুমকি দুষ্কৃতীর

যোধপুর, ৫ জানুয়ারি : লক্ষ লক্ষ অনুরাগীযার, বলিউডের সেইহার্টথ্রব অভিনেতা সলমন খানকে যোধপুরের আদালতের মধ্যেই রীতিমতো হুমকি দিল গ্যাংস্টার লরেন্স বৈষ্ণ। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে কিছুটা অবাক হয়ে যান সলমন। পুলিশ বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত অভিনেতাকে সরিয়ে নিয়ে যান। প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালে কৃষ্ণসারহরিণ হত্যার মামলার শুনানি চলছে যোধপুরের আদালতে। শুনানির সময় সেখানেই হাজির ছিলেন সলমন। সেই একই সময়ে লরেন্সকেও ওই আদালতে আনা হয়।

তিন প্রবীণ সদস্যকে বিদায় জানাল রাজ্যসভা

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : করণ সিং, জনার্দন দ্বিবেদী ও পারভেজ হাসমি, এই তিন প্রবীণ সদস্যকে শুক্রবার বিদায় জানাল রাজ্যসভা। তিনজনই চলতি মাসের ২৭ তারিখ অবসর নেবেন। তবে সেসময় সংসদের অধিবেশন থাকবে না বলে শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিনই তাদের বিদায় জানানো হল। তিন অবসরপ্রাপ্ত সাংসদই দিল্লি থেকে নির্বাচিত হন। সংসদের দুই কক্ষেরই বিভিন্ন সদস্য সংসদে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ, রাজ্যসভার প্রবীণ নেতা ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মহারাজা করণ সিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তাঁর এই প্রবীণ সহকর্মী মাত্র ১৮ বছর বয়সে জম্মু-কাশ্মীরের রাজা হয়েছিলেন। সম্ভবত বিশ্বে এতকমবয়সে আর কেউ এই পদে আসেননি। বছরের রাজনৈতিক জীবনে সব কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন।

Unique No: 49886

TENDER NOTICE

The Executive Engineer -I(Works), Municipal Council on the behalf of the Chairperson, Municipal Council, Andaman & Nicobar Islands invites sealed item rate tender (in form C.P.W.D-8) from bonafied and experienced contractors of appropriate class of A.P.W.D., M.E.S., A.L.H.W., and P &T for the under mentioned work.

Sl .No.	Name of Work	Estimated Cost put to Tender	Cost of tender Documents	Earnest Money (Rs)	Time of completion
1.	Providing and fixing Retro-Reflective road signage boards for Port Blair city under Swadesh Darshan scheme.	₹. 1,499,781.00	₹. 500.00	₹. 29,996.00	03 Months

Last date of Receipt of Document fee 12/01/2018 upto 5.00 PM
Last date of Sale of Tenders 16/01/2018 upto 4.00 PM
Time and Date of Receipt of Tenders in EE-I(works) 18/01/2018 upto 3.00 PM
Time and Date of Opening of Tenders 18/01/2018 at 3.30 PM

The enlistment of contractors should be valid on the last date of sale of tenders. In case only the last date of sale of tender is extended, the enlistment of contractor should be valid on the original date of sale of tenders. In case both the last date of receipt of application and sale of tenders are extended, the enlistment of contractor should be valid on either of the dates i.e. original date of sale of tenders or on the extended date of sale of tenders.

Tender documents consisting of plans, specifications, the schedule of quantities of the various classes of work to be done and the set of terms & conditions of contract to be compiled with by the contractor whose tender may be accepted and other necessary documents can be seen in the office of the Executive Engineer-I (Works), Municipal Council, between 11.00 AM & 04.00 PM every day except Saturday, Sunday and Public Holidays.

Tender documents, excluding standard form, will be available for sale from counter of Revenue Officer, PBMC during the hours specified above, on payment of ₹. 500/- (Rupees Five Hundred Only)

1. Attested copy of Pan Card (Legible) for the verification of signature proprietor of the firm/contractor is to be enclosed with EMD.

2. Contractor / Authorized representative of the contractor should be present at time of opening the tender with proper authorization letter.

The tender and earnest money with mandatory documents mentioned in serial no.01 shall be placed in separate sealed envelopes each marked 'Tender and Earnest Money' respectively and submitted together in another sealed envelope. In case where earnest money in cash is acceptable the same shall be deposited with the Cashier of this Division and the receipt thereof should be placed in the sealed envelope. The envelope marked 'Tender' of only those tenderers shall be opened whose earnest money placed in the envelope is found to be in order.

The Executive Engineer-I (Works), Municipal Council, Port Blair reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason thereof and also does not bind himself to accept the lowest tender

1202/18

Executive Engineer-I (Works)
Municipal Council